৩.৩.০. ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি

৩.৩.০৭. পল্লী সমাজসেবা কার্যক্রম (আরএসএস)

- বিগত পাঁচ বছরে পল্লী সমাজসেবা কার্যক্রম (আরএসএস) এর আওতায় ৩,৮৩,৭৪০টি পরিবারের মধ্যে ক্ষুদ্র ঋণ হিসেবে ১৫৫ কোটি ৫৩ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা বিনিয়োগ ও পুনঃবিনিয়োগ করা হয়েছে।
- মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম জোরদারকরণের জন্য ২০১১-১২ হতে ২০১৩-১৪ অর্থবছরে ১০০ কোটি টাকা বরাদ্দ পাওয়া গিয়েছে।
- ক্ষুদ্র ঋণের মাধ্যমে লক্ষ্যভুক্ত দরিদ্র জনগোষ্ঠী আর্থ-সামাজিক উন্নতি সাধিত হয়েছে।
- এ কার্যক্রমের আওতায় ২০,৪৭০ জনকে প্রশিক্ষণ ও উদ্বুদ্ধকরণের মাধ্যমে উপকৃত হয়েছে।
- কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলে পল্লী এলাকার অসহায় ও বিপন্ন ব্যক্তিদের ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান করে ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আত্মনির্ভরশীল করে উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় সম্পৃক্ত করা হচ্ছে।
- কার্যক্রম বাস্তবায়ন নীতিমালা যুগোপযোগী করায় মাঠ পর্যায়ে কার্যক্রমের স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা হয়েছে।
- আদায়ের হার ৮৯%।
- পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় ১,৮৫,৯২৭টি পরিবারের মধ্যে ক্ষুদ্রঋণ হিসাবে ৪৭ কোটি ১ লক্ষ টাকা বেশী বিনিয়োগ ও পুনঃবিনিয়োগ করা হয়েছে।
- মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে এখাতে অতিরিক্ত বরাদ্দকৃত অর্থ সুদমুক্ত ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমকে পূর্বের তুলনায় অধিক বেগবান করেছে।

আরএসএস কার্যক্রমের চলতি পরিসংখ্যান

বিষয়	পরিসংখ্যান
কার্যক্রম প্রথম শুরু	১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দ
আওতাভুক্ত বিভাগ সংখ্যা	৭টি (সকল বিভাগ)
আওতাভুক্ত জেলা সংখ্যা	৬৪ টি (সকল জেলা)
আওতাভুক্ত উপজেলা সংখ্যা	৪৮৮ টি (সকল উপজেলা)
আওতাভুক্ত পৌরসভা সংখ্যা	২৫৪ টি
আওতাভুক্ত ইউনিয়ন সংখ্যা	৪৫৫৭ টি
আওতাভুক্ত গ্রাম সংখ্যা	৩৬৪৫৪ টি
উপকৃত পরিবার সংখ্যা	২৪ লক্ষ ১৫ হাজার
মোট প্রাপ্ত তহবিল	২৫৫ কোটি ৩৩ লক্ষ টাকা
বিনিয়োগকৃত অর্থের পরিমাণ	২০৭ কোটি ২৯ লক্ষ টাকা
পুনঃ বিনিয়োগকৃত অর্থের পরিমাণ	৪৮৮ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা
মূল অর্থ আদায়ের হার	৯১%
আদায়কৃত সার্ভিস চার্জ	৬৫ কোটি ৭১ লক্ষ টাকা
দলীয় সঞ্চয়ের পরিমাণ	১৫ কোটি ৫৪ লক্ষ টাকা
ব্যাংক সুদের	৩২ কোটি ১৬ লক্ষ টাকা

পল্লী সমাজসেবা কার্যক্রমের সাংগঠনিক ব্যবস্থাপনা

পল্লী সমাজসেবা কর্মদল (১টি গ্রাম সাধারণতঃ ১০টি দল)

১টি দলে সাধারণত ২০ জন সদস্য ১০টি দলে ২০০ জন সদস্য

- দলনেতা ১ জন (প্রতি দলে)
- সহকারী দলনেতা ১ জন (প্রতি দলে)

পল্লী সমাজসেবা গ্রাম সমিতি

- সভাপতি-১
- সহ-সভাপতি-১
- সম্পাদক-১
- স. সম্পাদক-১
- কোষাধ্যক্ষ-১
- নির্বাহী সদস্য-১০

উপজেলা পল্লী সমাজসেবা কার্যক্রম বাস্তবায়ন কমিটি

- উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সভাপতি)
- উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা
- উপজেলা প্রাণী সম্পদ কর্মকর্তা
- উপজেলা মৎস কর্মকর্তা
- উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা
- উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা
- উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা
- উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা
- উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা
- উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা
- উপজেলা প্রকৌশলী
- উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা
- থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
- উপজেলা আনসার ও ভিডিপি কর্মকর্তা
- উপ-সহকারী প্রকৌশলী (জনস্বাস্থ্য
- উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা (সদস্যসচিব)

পল্লী সমাজসেবা কার্যক্রমের সুদমুক্ত ক্ষুদ্রঋণ মডেল

- গ্রামের মূলধন তহবিল (সঞ্চয়ী হিসাব SSO, FS)
- উপজেলা কেন্দ্রীয় ঘূর্ণায়মান তহবিল (চলতি হিসাব UNO, SSO)
- গ্রামের পুঁজি তহবিল (সঞ্চয়ী হিসাব SSO, FS)
- গ্রামভিত্তিক মূলধন বিনিয়োগ (জনপ্রতি ত্রিশ হাজার টাকা পর্যন্ত)
- মূলধন আদায়
- মূলধন পুনঃবিনিয়োগ
- সর্বমোট মূলধন
- মূলধন কেন্দ্রীয় তহবিলে স্থানান্তর ও নতুন গ্রামে বিনিয়োগ
- সার্ভিসচার্জ আদায়
- সার্ভিসচার্জ বিনিয়োগ
- সর্বমোট গ্রামের পুঁজি
- গ্রাম সমিতির গ্রাজুয়েশন ও গ্রাম সমিতির নিকট পুঁজি হস্তান্তর

পল্লী সমাজসেবা দলীয় সঞ্চয় ব্যবস্থাপনা

প্রতিজন দলীয় সদস্য কর্তৃক ন্যূনতম মাসিক সঞ্চয় ২০ টাকা

দলীয় সঞ্চয় ব্যাংক হিসাব
(USW ও দলীয় সভাপতি পরিচালিত সঞ্চয়ী হিসাব)

দলীয় সদস্য ঋণ (বিনিয়োগ)

ব্যাংক সুদ

১০% সার্ভিসচার্জসহ মূল অর্থ আদায়

১ বছরের পূর্বে উত্তোলন	মৃত সদস্য	সদস্যপদ ত্যাগ বা বাতিল	সাধারণ উত্তোলন
লভ্যাংশবিহীন ফেরত	আইনানুগ উত্তরাধীকার লভ্যাংশসহ ফেরত	পূর্ববর্তী অর্থবছরের লভ্যাংশসহ ফেরত	পূর্ণ লভ্যাংশসহ ফেরত

দলীয় সঞ্চয় কর্মদল সদস্যগণের ব্যক্তিগত আমানত হিসেবে গণ্য।

পল্লী সমাজসেবা ব্যাংক সুদ ব্যবহার

গ্রামের মূলধন তহবিল → প্রাপ্ত ব্যাংক সুদ

গ্রামের পুঁজি তহবিল → প্রাপ্ত ব্যাংক সুদ

উপজেলা কেন্দ্রীয় ব্যাংক সুদ
(সঞ্চয়ী ব্যাংক হিসাব, SSO, DD পরিচালিত)

৫% সুদসহ ফেরত

২৫% অন্যান্য কার্যক্রম

৭৫% উপজেলা কেন্দ্রীয় ঘূর্ণায়মান তহবিল

সমাজকর্মীদের মোটর সাইকেল ঋণ

পুরস্কার

শ্রেষ্ঠ কর্মী	শ্রেষ্ঠ ঋণগ্রহীতা (পরিবার)	শ্রেষ্ঠ কর্মদল	শ্রেষ্ঠ গ্রাম সমিতি
২০০০ টাকা	১০০০ টাকা	১০০০ টাকা	২০০০ টাকা

৩.৩.০৮. শহর সমাজসেবা কার্যক্রম (ইউসিডি)

▣ বিগত পাঁচ বছরে শহর সমাজসেবা কার্যক্রম (ইউসিডি) এর আওতায় ৩৭,৭৩৪ টি

জন্য দেশের ৬৪ জেলায় ৬৪ টি অপরাধী সংশোধন ও পুনর্বাসন সমিতিতে জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদের মাধ্যমে ১(এক) কোটি টাকা অনুদান প্রদান করা হয়েছে।

- কারাগারের অভ্যন্তরে কারাবন্দিদের সাধারণ শিক্ষা, ধর্মীয় শিক্ষা, সেলাই প্রশিক্ষণ, বাঁশবেত, গামছা বুনন, ঠোংগা তৈরীসহ বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রদান করে দক্ষ করে তোলা হচ্ছে।
- আফটার কেয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে ১০,১৯৪ জনকে সমাজে বিভিন্নভাবে পুনর্বাসন করা হয়েছে।
- পারিবারিক ও সামাজিকভাবে পুনর্বাসন করায় সামাজিক অবক্ষয়রোধ করা হচ্ছে।
- এ কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলে অপরাধীকে প্রথমবারের মত আত্মসুদ্ধির সুযোগ দিয়ে দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে প্রতিষ্ঠার করা এবং সামাজিক অবক্ষয়রোধ সহজতর হচ্ছে।
- প্রবেশন এন্ড আফাটার কেয়ার কার্যক্রমের মাধ্যমে পারিবারিক ও সামাজিকভাবে পুনর্বাসন করায় সামাজিক অবক্ষয়রোধ করা হচ্ছে।

৩.৫.০. শিশু কিশোর উন্নয়ন বিষয়ক কার্যক্রম

৩.৫.১৬. সরকারি শিশু পরিবার

- ৮৫ টি(ছেলে ৪৩ টি, মেয়ে ৪১ টি এবং মিশ্র ১ টি) সরকারি শিশু পরিবারে ১০৩০০টি আসন রয়েছে।
- নিবাসীদের প্রতিপালনের জন্য মাসিক মাথাপিছু বরাদ্দের পরিমাণ ২,০০০ টাকা।
- এতিম দুস্থ শিশুরা সরকারি শিশু পরিবারে শিক্ষা, ভরণপোষণ ও চিকিৎসা সেবা গ্রহণ করে শৃঙ্খলিত হয়ে নিজেদের স্বাবলম্বী করার সুযোগ পাচ্ছে।
- সরকারিভাবে প্রতিপালিত নিবাসীদের মধ্যে ৬,৩৩১ জন নিবাসীকে সামাজিক ও পারিবারিকভাবে পুনর্বাসন করা হয়েছে।
- পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় সরকারি শিশু পরিবারের নিবাসীদের মাথাপিছু মাসিক ভরণপোষণ ব্যয় ১,৫০০/- টাকা হতে ২,০০০/- টাকায় উন্নীত করা হয়েছে।
- পারিবারিক ও সামাজিকভাবে পুনর্বাসন করায় সমাজ উন্নয়নে সহায়ক ভূমিকা রাখছে।

৩.৫.১৭. ছোটমণি নিবাস (০ হতে ৭ বছর)

- ৬ বিভাগে ৬ টি ছোটমণি নিবাসে ৬০০ টি আসন রয়েছে। নিবাসীদের মাসিক মাথাপিছু বরাদ্দের পরিমাণ ২,০০০ টাকা।
- নিবাসীদের কেন্দ্রের নিবিড় পরিচর্যায় সমাজে নিজেদের অধিকার নিয়ে জীবন প্রতিষ্ঠা করার সুযোগ পাচ্ছে।
- সরকারের পাঁচ বছরে ২১৭ জনকে পারিবারিক ও সামাজিকভাবে পুনর্বাসন করা হয়েছে।
- পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় 'ছোটমণি নিবাস' এর নিবাসীদের মাথাপিছু মাসিক ভরণপোষণ বরাদ্দ ১,৫০০/- টাকা হতে ২,০০০/- টাকায় উন্নীত করা হয়েছে।
- পারিবারিকভাবে পুনর্বাসন করায় শিশু আইন ২০১৩ মোতাবেক শিশু অধিকার ও সুরক্ষা নিশ্চিত করা হচ্ছে।

৩.৫.১৮. দিবাকালীন শিশু যত্ন কেন্দ্র (ঢাকার আজিমপুরে)

- দিবাকালীন শিশু যত্ন কেন্দ্রে (আজিমপুর, ঢাকা) ৫০টি আসন রয়েছে। নিবাসীদের মাসিক মাথাপিছু বরাদ্দের পরিমাণ ১,২৫০ টাকা।
- নিবাসীরা কেন্দ্রের নিবিড় পরিচর্যায় সমাজে নিজেদের অধিকার নিয়ে জীবন প্রতিষ্ঠা করার সুযোগ পাচ্ছে।
- সরকারের পাঁচ বছরে ১০৮ জনকে পারিবারিক ও সামাজিকভাবে পুনর্বাসন করা হয়েছে।
- পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় 'দিবাকালীন শিশু যত্ন কেন্দ্র' এর নিবাসীদের মাথাপিছু মাসিক ভরণপোষণ বরাদ্দ ৭৫০/- টাকা হতে ১,২৫০/- টাকায় উন্নীত করা হয়েছে।
- এ কেন্দ্রে শিশুদের দিবাকালীন সেবা প্রদান করে শিশু আইন ২০১৩ মোতাবেক শিশু অধিকার ও সুরক্ষা নিশ্চিত করা হচ্ছে।

৩.৫.১৯. দুস্থ শিশুদের প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র

- দুস্থ শিশুদের প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসনের জন্য ৩টি কেন্দ্রে মোট ৭৫০টি আসন রয়েছে। নিবাসীদের মাসিক মাথাপিছু বরাদ্দের পরিমাণ ২,০০০ টাকা।
- নিবাসীরা কেন্দ্রের নিবিড় পরিচর্যায় প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে নিজেদের অধিকার রক্ষা ও স্বাবলম্বী করার সুযোগ পাচ্ছে।
- সরকারের পাঁচ বছরে ১,৪৬৩ জনকে পারিবারিক ও সামাজিকভাবে পুনর্বাসন করা হয়েছে।
- পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় নিবাসীদের মাথাপিছু মাসিক ভরণপোষণ ব্যয় ১,৫০০/- টাকা হতে ২,০০০/- টাকায় উন্নীত করা হয়েছে।
- পারিবারিকভাবে পুনর্বাসন করায় শিশু অধিকার ও সুরক্ষা নিশ্চিত করা হচ্ছে।।

৩.৫.২০. বেসরকারি এতিমখানার নিবাসীদের জন্য ক্যাপিটেশন গ্রান্ট

- ক্যাপিটেশন গ্র্যান্ট প্রাপ্ত ৩,৪৩৯টি নিবন্ধনকৃত বেসরকারি এতিমখানায় ৫৯,৩৭৯ জন নিবাসীকে ৬৩ লক্ষ টাকা ক্যাপিটেশন গ্রান্ট প্রদান করা হচ্ছে।
- সরকারের পাশাপাশি ক্যাপিটেশন গ্র্যান্ট প্রাপ্ত নিবন্ধনকৃত ৩,৪৩৯টি বেসরকারি এতিমখানার এতিম শিশুরা প্রতিপালন করে সমাজ বিনির্মাণে দায়িত্ব পালন করার সুযোগ পচ্ছে।
- ১,৯৮,৫৪০ জন নিবাসীকে সামাজিক ও পারিবারিকভাবে পুনর্বাসন করা হয়েছে।
- পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় বেসরকারি এতিমখানার নিবাসীদের মাথাপিছু মাসিক ক্যাপিটেশন বরাদ্দ ৭০০/- টাকা হতে ১,০০০/- টাকায় উন্নীত করা হয়েছে।
- এ কার্যক্রম বাস্তবায়নে সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি সংস্থাকে উৎসাহিত ও সহায়তা করা হচ্ছে।

৩.৬.০. প্রতিবন্ধী উন্নয়ন বিষয়ক কার্যক্রম

৩.৬.২১. সমন্বিত দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষা কার্যক্রম

- ৬৪ জেলায় ৬৪ টি সমন্বিত দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষা কেন্দ্রে ৬৪০টি আসন রয়েছে। নিবাসীদের মাসিক মাথাপিছু বরাদ্দের পরিমাণ ২,০০০ টাকা।
- নিবাসীরা কেন্দ্রের নিবিড় পরিচর্যায় শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে নিজেদের অধিকার রক্ষা ও স্বাবলম্বী করার সুযোগ পাচ্ছে। পাঁচ বছরে ১১২ জনকে পারিবারিক ও সামাজিকভাবে পুনর্বাসন করা হয়েছে।
- পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় সমন্বিত দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষা কেন্দ্রের নিবাসীদের মাথাপিছু মাসিক ভরণপোষণ ব্যয় ১,৫০০/- টাকা হতে ২,০০০/- টাকায় উন্নীত করা হয়েছে।

৩.৬.২২. সরকারি দৃষ্টি প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়

- ৫ টি সরকারি দৃষ্টি প্রতিবন্ধী বিদ্যালয় ৩৪০ টি আসন রয়েছে। নিবাসীদের মাসিক মাথাপিছু বরাদ্দের পরিমাণ ২০০০ টাকা।সরকারের পাঁচ বছরে ৯১৩ জনকে পারিবারিক ও সামাজিকভাবে পুনর্বাসন করা হয়েছে।
- পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় দৃষ্টি প্রতিবন্ধী বিদ্যালয় কেন্দ্রের নিবাসীদের মাথাপিছু মাসিক ভরণপোষণ ব্যয় ১,৫০০/- টাকা হতে ২,০০০/- টাকায় উন্নীত করা হয়েছে।

৩.৬.২৩. মানসিক প্রতিবন্ধী শিশুদের প্রতিষ্ঠান

- চট্টগ্রামের রাউফাবাদে মানসিক প্রতিবন্ধী শিশুদের প্রতিষ্ঠান ৫০ টি আসনের মধ্যে ৬৫ জন শিক্ষার্থী রয়েছে। নিবাসীদের মাসিক মাথাপিছু বরাদ্দের পরিমাণ ২০০০ টাকা।
- নিবাসীরা প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে নিজেদের অধিকার রক্ষা ও স্বাবলম্বী করার সুযোগ পাচ্ছে।
- পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় মানসিক প্রতিবন্ধী শিশুদের প্রতিষ্ঠান কন্দ্রের নিবাসীদের মাথাপিছু মাসিক ভরণপোষণ ব্যয় ১,৫০০/- টাকা হতে ২,০০০/- টাকায় উন্নীত করা হয়েছে।

৩.৬.২৪. জাতীয় দৃষ্টি প্রতিবন্ধী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

- ১ টি জাতীয় দৃষ্টি প্রতিবন্ধী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ৫০ টি আসন রয়েছে। নিবাসীদের মাসিক মাথাপিছু বরাদ্দের পরিমাণ ২,০০০ টাকা।
- নিবাসীরা প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে নিজেদের অধিকার রক্ষা ও স্বাবলম্বী করার সুযোগ পাচ্ছে।
- পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় জাতীয় দৃষ্টি প্রতিবন্ধী প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের নিবাসীদের মাথাপিছু মাসিক ভরণপোষণ ব্যয় ১,৫০০/- টাকা হতে ২,০০০/- টাকায় উন্নীত করা হয়েছে।

৩.৬.২৫. বাক ও শ্রবণ প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়

- ৭টি বাক ও শ্রবণ প্রতিবন্ধী বিদ্যালয় ৬২০ টি আসন রয়েছে। নিবাসীদের মাসিক মাথাপিছু বরাদ্দের পরিমাণ ২,০০০ টাকা।
- নিবাসীরা বিদ্যালয়ে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে নিজেদের অধিকার রক্ষা ও স্বাবলম্বী হচ্ছে।
- সরকারের পাঁচ বছরে ৯৩৫ জনকে পারিবারিক ও সামাজিকভাবে পুনর্বাসন করা হয়েছে।
- পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় বাক ও শ্রবণ প্রতিবন্ধী বিদ্যালয় কেন্দ্রের নিবাসীদের মাথাপিছু মাসিক ভরণপোষণ ব্যয় ১,৫০০/- টাকা হতে ২,০০০/- টাকায় উন্নীত করা হয়েছে।

৩.৬.২৬. শারীরিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

- ২টি শারীরিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ২১৫ টি আসন রয়েছে। নিবাসীদের মাসিক মাথাপিছু বরাদ্দের পরিমাণ ২,০০০ টাকা।
- নিবাসীরা প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে নিজেদের অধিকার রক্ষা ও স্বাবলম্বী করার সুযোগ পাচ্ছে।

- সরকারের পাঁচ বছরে ২১৬ জনকে পারিবারিক ও সামাজিকভাবে পুনর্বাসন করা হয়েছে।
- পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় শারীরিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের নিবাসীদের মাথাপিছু মাসিক ভরণপোষণ ব্যয় ১,৫০০/- টাকা হতে ২,০০০/- টাকায় উন্নীত করা হয়েছে।

৩.৬.২৭. প্রতিবন্ধিতা সনাক্তকরণ জরিপ

- বাংলাদেশে প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর পরিবার/ব্যক্তির সংখ্যা নির্ধারণ, দেশে দৃশ্যমান ও অদৃশ্যমান প্রতিবন্ধিতা সনাক্তকরণ ও নিবন্ধন এবং পরিচয়পত্র প্রদান করে বাস্তবসম্মত পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য দেশব্যাপী ১ জুন ২০১৩ থেকে তথ্য সংগ্রহের কাজ শুরু করা হয়। এ পর্যন্ত ৫৬৪ টি ইউনিটের মাধ্যমে ১৬,৪৭,০০৫ জন প্রতিবন্ধী ব্যক্তি জরিপে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে এবং ডাক্তার কর্তৃক ৮,৮৬,৬১৪ জন জরিপকৃত প্রতিবন্ধী ব্যক্তির প্রতিবন্ধিতা নির্ধারণ করা হয়েছে। বাদপড়া প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে জরিপভুক্তকরণ, প্রশিক্ষিত ডাক্তার/ কনসালট্যান্ট কর্তৃক জরিপভুক্ত প্রতিবন্ধী ব্যক্তির প্রতিবন্ধিতার ধরন ও মাত্রা নিরূপণসহ ছবি ধারণ এবং

সরকারি শিশুপরিবারসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পাবলিক পরীক্ষার ফলাফল

পরীক্ষার সন	পরীক্ষার নাম	মোট পরীক্ষার্থী	মোট কৃতকার্য	প্রাপ্ত গ্রেড						পাশের শতকরা হার
				এ+	এ	এ-	বি	সি	ডি	
২০১৪	এইচএসসি	৭৫	৬০	৩	২৩	১৭	১৬	১	০	৮০.০০%
	এসএস সি	৩০৬	২৮৭	২৬	১৫৭	৫৮	২৪	২২	০	৯৩.৭৯%
২০১৩	এইচএসসি	৪০	২৯	০	৯	১২	৪	৪	০	৭২.৫০%
	এসএস সি	৩০৮	২৭৫	১৭	১২০	৬৯	৪০	২৭	২	৮৯.২৯%
	জেএসসি	৫৪৪	৫০২	২৯	১৯৩	১৩৭	১০৪	৩৮	১	৯২.২৮%
	পিএসসি	৯৭০	৯৬৬	৫৯	৩৫১	১৯৮	১৯০	১৪৫	২৩	৯৯.৫৯%
২০১২	এইচএস সি	৪৫	৪০	৫	১০	১৬	৭	২	০	৮৮.৮৯%
	এসএস সি	২৯৫	২৭১	১	৪৩	৭২	৬৪	৮০	১১	৯১.৮৬%
	জেএসসি	২৯৫	২৭১	১	৪৩	৭২	৬৪	৮০	১১	৯১.৮৬%
	পিএসসি	৫৭২	৫৬৭	১৪	১৬২	১৩১	১৩৩	১০৮	১৯	৯৯.১৩%
২০১১	এইচএস সি	৪১	৩৬	১	১১	৭	৪	১২	১	৮৭.৮০%
	এসএস সি	২৪১	২১৩	৯	৮৪	৪৯	৫৩	১৭	১	৮৮.৩৮%
	জেএসসি	১৪৮	১৩৮		২০	১৮	২৮	৫৬	১৬	৯৩.২৪%
	পিএসসি	৫০০	৪৯৭	১০	১৪৩	১১৪	৮৮	১১৯	২৩	৯৯.৪০%
সর্বমোট হিসাব		৪৩৮০	৪১৫২	১৭৫	১৩৬৯	৯৭০	৮১৯	৭১১	১০৮	৯৪.৭৯%
সর্বমোটের শতকরা হার		১০০%	৯৪.৭৯%	৪.০০%	৩১.২৬%	২২.১৫%	১৮.৭০%	১৬.২৩%	২.৪৭%	--

অনলাইনভিত্তিক ফরম এর মাধ্যমে ডাটা এন্ট্রির কাজ চলমান রয়েছে।

- প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের ক্ষমতায়ন ও অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে জাতিসংঘ ঘোষিত প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের অধিকার সনদ বাস্তবায়নে এ জরিপ কার্যক্রম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।
- তাছাড়া প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রণীত 'প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন ২০১৩' বাস্তবায়ন সহজতর হবে।
- জরিপের তথ্যাদি সকল প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের ব্যবহার উপযোগী হবে এবং বাস্তবসম্মত কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা সম্ভব হবে।
- এ জরিপ কর্মসূচি সম্পন্ন হলে প্রতিবন্ধীদের জন্য বাস্তবসম্মত কর্মপরিকল্পনা প্রণয়র করে তাদের অধিকার ও সুরক্ষা করা সহজতর হবে।
- প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রতি সমাজের নেতিবাচক দৃষ্টিভংগির পরিবর্তন হবে।
- কারো প্রতি বৈষম্য নয়, সকলের প্রতি সমঅধিকার নিশ্চিত করে ডিজিটাল বাংলাদেশ নির্মাণের পথ সুগম হবে।
- সংগৃহীত তথ্য Database Software এ সংরক্ষণ করে তাদের জন্য বাস্তব উপযোগী কর্মকৌশল নির্ধারণ করা সম্ভব হবে।
- এ পর্যন্ত জরিপের প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহের কাজ সম্পন্ন হয়েছে।
- বর্তমানে প্রতিবন্ধিতা শনাক্তকরণ জরিপ কর্মসূচি সুষ্ঠু সম্পাদনের লক্ষ্যে এ পর্যন্ত ৬৪ জন মাষ্টার ট্রেইনার, ৩,৬৬৩ জন তথ্য সংগ্রহকারী, ৬০৫ জন ডাক্তার/ কনসালট্যান্ট এবং ৫৪৮ জন ডাটা এন্ট্রি অপারেটারকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- বিভাগয়ি পর্যায়ে বিভিন্ন স্তরের ১,৭৬৯ জন কর্মকর্তাসহ ৫৬২ টি উপজেলা/শহর সমাজসেবা কার্যালয়ে অবহিতকরণ সভা অনুষ্ঠান করা হয়েছে।
- প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার রক্ষায় বাস্তবসম্মত কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নে এ জরিপ কার্যক্রম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

৩.৬.২৮. কৃত্রিম অংগ উৎপাদন কেন্দ্র

- গাজীপুরের টঙ্গীস্থ ইআসিপিএইচ কেন্দ্রে 'কৃত্রিম অংগ উৎপাদন কেন্দ্র' স্থাপিত। এ কেন্দ্রে উৎপাদিত কৃত্রিম অংগ শারীরিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের মধ্যে বিনামূল্যে বা হ্রাসকৃতমূল্যে সরবরাহ করা হয়ে থাকে।
- শারীরিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ব্যবহার উপযোগী ও গুণগত মান নিশ্চিত করে এ কেন্দ্রের উৎপাদিত কৃত্রিম অংগসমূহ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বিনামূল্যে বা হ্রাসকৃত মূল্যে দেয়া হয়
- 'কৃত্রিম অংগ উৎপাদন কেন্দ্র' হতে উৎপাদিত কৃত্রিম অংগসমূহ শারীরিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের মধ্যে বিতরণ করায় তারা স্বাভাবিক চলাফেরায় সুযোগ পাচ্ছে।
- পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় এ কেন্দ্রের উৎপাদিত মালামালে গুণগত মান বৃদ্ধি করা হচ্ছে।

৩.৬.২৯. ব্রেইল প্রেস

- দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের ব্রেইল পদ্ধতিতে শিক্ষাদানের জন্য গাজীপুর জেলার টঙ্গীস্থ ইআসিপিএইচ কেন্দ্রে স্থাপিত ব্রেইল প্রেসের মাধ্যমে মূদ্রিত পুস্তক বিনামূল্যে দৃষ্টি প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়ে সরবরাহ করা হয়ে থাকে।
- ব্রেইল প্রেসের মাধ্যমে মূদ্রিত পুস্তক বিনামূল্যে দৃষ্টি প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়ে সরবরাহ করায় বিদ্যালয়সমূহে শিক্ষার মান বৃদ্ধি পেয়েছে।
- ব্রেইল পুস্তক প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়ে সরবরাহ করায় শিক্ষার্থীরা নিজেদের সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার সুযোগ পাচ্ছে। যা সামাজ কাঠামো উন্নয়নে অগ্রায়ন ভূমিকা রাখছে।
- পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় এ কেন্দ্রের উৎপাদিত ব্রেইল পুস্তকের উপযোগিতা নিশ্চিত করা হচ্ছে।
- প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের মধ্যে শিক্ষা গ্রহণে অধিক উৎসাহ পরিলক্ষিত হচ্ছে।

৩.৬.৩০ প্লাস্টিক সামগ্রী উৎপাদন কেন্দ্র

- গাজীপুরের টঙ্গীস্থ ইআসিপিএইচ কেন্দ্রে প্রতিবন্ধী কল্যাণ ট্রাস্টের আওতায় স্থাপিত মৈত্রী শিল্প কেন্দ্রে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের মাধ্যমে প্লাস্টিক সামগ্রী যেমন: বালতি, জগ, মগ, বদনা,গ্লাস, হ্যাঙ্গার উৎপাদন করা হয়।

- এ কেন্দ্রের মাধ্যমে উৎপাদিত প্লাস্টিক সামগ্রী গুনগত মান রক্ষা করায় তার ব্যবহার বৃদ্ধি পেয়েছে।
- প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের মাধ্যমে প্লস্টিক সামগ্রী উৎপাদন ও বাজারজাত করায় তাদের কর্মক্ষম করে তোলা হচ্ছে।
- পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় এ কেন্দ্রের উৎপাদিত প্লাস্টিক সামগ্রীর গুনগতমান রক্ষা করায় ব্যবহার বৃদ্ধি পেয়েছে।
- প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা অধিকহারে স্বাবলম্বী হওয়ার সুযোগ পাচ্ছে।

৩.৬.৩১. মিনারেল/ড্রিংকিং ওয়াটার প্লান্ট

- শারীরিক প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্টের আওতায় স্থাপিত মিনারেল/ড্রিংকিং ওয়াটার প্লান্ট স্থাপন করা হয়। অত্যাধুনিক মেশিন রিভার্স ওসমোসিস পদ্ধতিতে দৈনিক ৫০০০ লিটার উৎপাদন ক্ষমতা সম্পন্ন এ প্লান্টের মাধ্যমে বোতলজাতকৃত ওয়াটার 'মুক্তা' নামে বাজারজাত করা হয়। এ প্লান্টে আয় প্রতিবন্ধীদের কল্যাণে ব্যয় করা হয়ে থাকে।
- এ প্লান্টের মাধ্যমে উৎপাদিত মিনারেল/ ড্রিংকিং ওয়াটার এর গুণগতমান নিশ্চিত করায় এর ব্যবহারের পরিধি বৃদ্ধি পাচ্ছে।
- এ প্লান্টের মাধ্যমে উৎপাদিত মিনারেল/ ড্রিংকিং ওয়াটার এর বিক্রিত অর্থ প্রতিবন্ধীদের কল্যাণে ব্যবহার করায় তাদের মধ্যে প্রচুর উৎসাহ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং তাদের কর্মক্ষম করে তোলা হচ্ছে।
- পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় এ প্লান্টে উৎপাদিত মিনারেল/ড্রিংকিং ওয়াটার গুণগতমান রক্ষা করায় ব্যবহার বৃদ্ধি পেয়েছে।
- প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা পূর্বের তুলনায় অধিকহারে স্বাবলম্বী হওয়ার সুযোগ পাচ্ছে।

৩.৭.০ সেবামূলক কার্যক্রম

৩.৭.৩২. হাসপাতাল সমাজসেবা কার্যক্রম

- হাসপাতাল সমাজসেবা কার্যক্রমের আওতায় ১৭,৭৮,৮৩৯ জন দরিদ্র রোগীকে চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়েছে।
- দরিদ্র রোগীদের চিকিৎসা সেবা প্রদানের নিমিত্ত ৫০৯টি সরকারি, বেসরকারি মেডিকেল কলেজ/ হাসপাতাল ও উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স এ গঠিত রোগী কল্যাণ সমিতিকে জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ হতে ১০ কোটি ১৮ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা অনুদান প্রদান করা হয়েছে।
- হাসপাতাল সমাজসেবা কার্যক্রমের আওতায় সেবামূলক কর্মকান্ডের মাধ্যমে দরিদ্র ও অসহায় রোগীদের চিকিৎসা সেবা প্রদান নিশ্চিত করা হচ্ছে।
- হাসপাতাল সমাজসেবা কার্যক্রমের আওতায় সেবামূলক কর্মকান্ড সম্প্রসারণ করে ৪১৯টি উপজেলা হেলথ্ কমপ্লেক্স এ রোগী কল্যাণ সমিতি গঠন ও নিবন্ধন প্রদান করে কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে।
- হাসপাতাল সমাজসেবা কার্যক্রম যুগোপযোগী ও গতিশীল করার জন্য 'হাসপাতাল সমাজসেবা কার্যক্রম বাস্তবায়ন নীতিমালা' অনুমোদন করা হয়েছে।
- পূর্ববর্তী সময়ের ৯১ টি হাসপাতাল সমাজসেবা কার্যক্রম সম্প্রসারণ করে ৪১৯টি উপজেলা হেলথ্ কমপ্লেক্স এ রোগী কল্যাণ সমিতি গঠন ও নিবন্ধন প্রদান করে কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে।

৩.৭.৩৩. স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা নিবন্ধন ও নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম

- ১৯৬১ সালে স্বেচছাসেবী সমাজকল্যাণ সংস্থা (নিবন্ধন ও নিয়ন্ত্রণ) ১৯৬১ অধ্যাদেশের আওতায় সমাজসেবা অধিদফতর হতে বিগত চার বছরে ৬৪ জেলা হতে ৬,৭১৯টি স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান নিবন্ধন প্রদান করা হয়েছে।
- উল্লেখ্য এ যাবত নিবন্ধিত সংস্থার সংখ্যা ৬২ হাজার ৪৫৭ টি। যে সকল সংস্থা নিষ্ক্রীয় ও গঠনতন্ত্র পরিপন্থী কাজে লিপ্ত ছিল সে সকল সংস্থার শুনানী গ্রহণের মাধ্যমে এ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন গ্রহণ করে ১০ হাজার ৮২৭টি সংস্থা বিলুপ্তি করা হয়েছে।
- স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ সংস্থাসমূহ (নিবন্ধন ও নিয়ন্ত্রণ) অধ্যাদেশ, ১৯৬১ যুগোপযোগী করার কাজ চলমান;
- সংশ্লিষ্ট বিধি, ১৯৬২ সংশোধনপূর্বক নিবন্ধন ফি ২,০০০/- থেকে বৃদ্ধি করে ৫,০০০/- টাকায় উন্নীত করা হয়েছে;
- নিবন্ধন ফি ২,০০০/- থেকে বৃদ্ধি করে ৫,০০০/- টাকায় উন্নীত করায় কার্যক্রমের কাঠামোগত উন্নয়ন সাধিত হয়েছে।

- স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার কার্যক্রম সমাজ উন্নয়নে সরকারের পাশাপাশি সহায়ক ভূমিকা পালিত হচ্ছে।
- নিষ্ক্রীয় ও গঠনতন্ত্র পরিপন্থী কাজে লিপ্ত সংস্থা বিলুপ্ত করার কার্যক্রম গ্রহণ করায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা হচ্ছে।

৩.৭.৩৪. ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োজিত জনগোষ্ঠীর পুনর্বাসন ও বিকল্প কর্মসংস্থান

- ভিক্ষাবৃত্তি নিরসনে ভিক্ষুক জরিপ এবং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাদের পুনর্বাসনের নিমিত্ত ২০০৯-২০১০ অর্থ বছরে 'ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োজিত জনগোষ্টির পুনর্বাসন ও বিকল্প কর্মসংস্থান' শীর্ষক কর্মসূচির বাস্তবায়ন কাজ শুরু করা হয়।
- ঢাকা মহানগরীকে ১০টি ভাগে ভাগ করে একই দিনে জরিপ কাজ পরিচালনা করা হয়। তার মধ্যে ময়মনসিংহ জেলায় ৩৭ জনকে ও জামালপুর জেলায় ২৯ জনকে পুনর্বাসন করা হয়েছে।
- পুনর্বাসিত ৬৬ জন ব্যক্তি সামাজিক ও পারিবারিকভাবে স্বাভাবিক জীবনযাপন করছে।
- কর্মসূচির সুফল প্রচারণার ফলে ভিক্ষাবৃত্তি সম্পর্কে সংশ্লিষ্টদের মধ্যে নেতিবাচক প্রভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে।
- কর্মসূচির সফল বাস্তবায়নের ফলশ্রুতিতে ভিক্ষাবৃত্তি পেশা নিকট ভবিষ্যতে সমাজ হতে দূরীভূত হবে।
- ঢাকা মহানগরীতে ১০ টি ভিআইপি এলাকাকে ভিক্ষুকমুক্ত হলে তার প্রভাব সমাজের সকল ক্ষেত্রে পরিলক্ষিত হবে।
- বর্তমানে ঢাকা শহরের বিমান বন্দর, হোটেল সোনারগাঁও, হোটেল রূপসী বাংলা, হোটেল রেডিসন, বেইলী রোড, কুটনৈতিক জোন ও দুতাবাস এলাকাসমূহকে প্রাথমিকভাবে ভিক্ষুকমুক্ত করার কাজ চলমান রয়েছে।

৩.৮.০. প্রশিক্ষণ বিষয়ক কার্যক্রম

৩.৮.৩৫. জাতীয় সমাজসেবা একাডেমি সমাজসেবা ভবন, আগারগাঁও, ঢাকা

- জাতীয় সমাজসেবা একাডেমির মাধ্যমে বিভিন্ন শ্রেণীর মোট ১৬২১ জন কর্মকর্তাকে দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মাধ্যমে কর্মকর্তাদের পেশাগত কাজের মান উন্নয়ন, ব্যবস্থাপনা, প্রশাসনিক ও আর্থিক